দৈনিক ইনকিলাব

২৩/৩/২০০২
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সোনালী ব্যাংকের চুক্তি স্বাক্ষর

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার পরীক্ষকের পারিশ্রমিক পরিশোধে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ

মোঃ আব্দুস সামাদ ।। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার পরীক্ষকের পারিশ্রমিক বিল তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ এক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার পরীক্ষক তাদের পারিশ্রমিক বিল স্ব-স্ব এলাকার সোনালী ব্যাংক শাখা থেকে যাতে দ্রুত নগদায়ন করতে পারেন সে বিষয়ে সোনালী ব্যাংকের সাথে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গতকাল (মঙ্গলবার) আনুষ্ঠানিকভাবে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ব্যাংকের পক্ষে মহাব্যবস্থাপক এসএম আমিনুর রহমান এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপক জনাব এস এ চৌধুরী এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক কে মওদুদ ইলাহী, রেজিস্ট্রার ফিরোজ আহমদ আক্তার, গণসংযোগ বিভাগের কর্মকর্তা এম রুহুল আমিনসহ অন্যান্য কর্মকর্তা এবং সোনালী ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এ চৌধুরী এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকগণের পারিশ্রমিক বিলের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও হিসাব বিভাগে আর আসার প্রয়োজন হবে না, নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের শাখা থেকে শিক্ষকগণ পারিশ্রমিকের অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন। রেজিস্টার্ড ডাক মারফত পরীক্ষকগণ তাদের পারিশ্রমিকের পেমেন্ট ওয়ারেন্ট প্রাপ্ত হয়ে তা নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের শাখায় উপস্থাপন করলে পারিশ্রমিকের অর্থ চুক্তি অনুসারে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের ব্যাংক একাউন্টে তাৎক্ষণিকভাবে জমা হয়ে যাবে। এ চুক্তির ফলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকদের পারিশ্রমিক প্রদান অত্যন্ত দ্রুত ও সহজতর হবে। তাছাড়া পারিশ্রমিক বিল পাসের ক্ষেত্রে অতীতের বিরাজমান দীর্ঘসূত্রতার অবসান হল। প্রথম পর্যায়ে ডিগ্রী পাস ২০০০-এর ১০ হাজার পরীক্ষককে পেমেন্ট ওয়ারেন্টের মাধ্যমে ডিডিপি সুবিধা প্রদান করা হবে। দ্রুত ও সহজতর পদ্ধতিতে পরীক্ষকদের পারিশ্রমিক প্রদানের এ ব্যবস্থা বাংলাদেশে এই প্রথম এবং সোনালী ব্যাংক প্রশাসনের আন্তরিক সহযোগিতা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সময়োচিত উদ্যোগ ও পদক্ষেপের ফলে তা বাস্তবায়িত হল।